জি-কোট্রাইমক্সাজল

(সালফামেথোক্সাজল + ট্রাইমেথোপ্রিম) বিপি

বিবরণ :
দ্বৈত কার্যকরী উন্নতমানের জীবাণুনাশক কেমোথেরাপিউটিক এজেন্ট।

উপাদান :
প্রতি টেবলেটে রয়েছে :
ট্রাইমেথোপ্রিম বিপি ৮০ মিলিগ্রাম, সালফামেথোক্সাজল বিপি ৪০০ মিলিগ্রাম
প্রতি চা-চামচ (৫ মিলি) সাস্পেনশনে রয়েছে :
ট্রাইমেথোপ্রিম বিপি ৪০ মিলিগ্রাম, সালফামেথোক্সাজল বিপি ২০০ মিলিগ্রাম

কার্যকারিতা :
জি-কোট্রাইমক্সাজল জীবাণুনাশক হিসেবে দু'ভাবে কাজ করে। ট্রাইমেথোপ্রিম এবং সালফামেথোক্সাজল একে অপরের সাথে যুক্ত হয়ে ব্যাকটেরিসাইডাল হিসেবে জীবাণুর বিরুদ্ধে কার্যকরী, যদিও এককভাবে উহারা ব্যাকটেরিওস্টেটিক। ওষুধ খাওয়ার ২ থেকে ৪ ঘন্টার মধ্যে রক্তের প্লাজমাতে ওষুধের মাত্রা সর্বোচ্চ হয় এবং সেটা ১২ ঘন্টা পর্যন্ত স্থায়ী হয়। জি-কোট্রাইমক্সাজল একাধিক জীবাণুর বিরুদ্ধে কার্যকরী। গ্রাম-পজেটিভ এবং গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া যেমন : স্ট্রেপ্টোকক্কাই, স্টাফাইলোকক্কাই, নিউমোকক্কাই, নাইসেরিয়া, গনোকক্কাই, ক্লেবসীয়েলা, সালমোনেলা, সিগেলা, ভিব্রিওকলাই ইত্যাদি। নাক, কান ও গলার রোগ সংক্রমণ, গ্যাসট্রোইনটেস্টিন্যাল রোগ সংক্রান্ত, ত্বকের এবং মূত্রনালীর রোগ। এছাড়া অন্যান্য সংবেদনশীল জীবাণুর বিরুদ্ধে কার্যকরী বিশেষ করে হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা, প্রোটিয়াস স্পেসিজ এবং ই. কোলাই।

খাবার নিয়ম :
টেবলেট
সাধারণতঃ পূর্ণ বয়স্ক এবং ১২ বছরের উপরে রোগীদের জন্য ১টি করে টেবলেট ৬ ঘন্টা অন্তর অথবা ২টি করে ১২ ঘন্টা অন্তর। কঠিন সংক্রমণে মাত্রা বাড়িয়ে দৈনিক ৬টি করে টেবলেট পর্যন্ত খাওয়া যেতে পারে। ওষুধ কমপক্ষে ৫ দিন খেতে হবে অথবা রোগের উপশম হওয়ার পরেও ২ দিন পর্যন্ত খেয়ে যেতে হয়। শুধু গনোরিয়ার ক্ষেত্রে ১০টি টেবলেট দু'ভাগ করে ১ দিনে খেতে দেওয়া যেতে পারে। অপ্রাপ্ত বয়স্কদের পূর্ণ বয়স্ক রোগীর অর্ধেক হিসেবে সেব্য।

সাস্পেনশন
শিশু ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য
৬ সপ্তাহ হতে ৫ মাস : ১/২ চা-চামচ দিনে দু'বার।
৬ মাস হতে ৫ বৎসর : ১ চা-চামচ দিনে দু'বার।
৬ বৎসর হতে ১২ বৎসর : ২ চা-চামচ দিনে দু'বার।

বিরূপ প্রতিক্রিয়া :
নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহার করলে কোট্রাইমক্সাজলের বিরূপ প্রতিক্রিয়া খুব কম। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে বমি বমি ভাব বা বমি, ত্বকের অংশ বিশেষ ফুলে উঠতে পারে। তবে এগুলো সাময়িক এবং ওষুধ বন্ধ করলে সেরে যাবে।
লিভার প্যারেনকাইমাল ড্যামেজ (Liver parenchymal damage), ব্লাড ডিসক্রেসিয়াসিস (Blooddyscrasiasis) এবং যাদের প্রস্রাবের পরিমাণ কম, যারা ট্রাইমেথোপ্রিম বা সালফামেথোক্সাজল-এর প্রতি অতিরিক্ত সংবেদনশীল তাদের জন্য কোট্রাইমক্সাজল ব্যবহার করা নিষেধ। গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া ইহার ব্যবহার যুক্তিসংগত নহে। স্তন্যদানকারী মা কিংবা দুই মাসের কম বয়সী শিশুকে কখনও কোট্রাইমক্সাজল দেওয়া উচিত নয়। মদ্যপায়ী বা পুষ্টিহীনতায় ভুগছেন এমন রোগীর ক্ষেত্রে কোট্রাইমক্সাজলের বিরূপ প্রতিক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। যাদের কিডনী ও যকৃতের কার্যক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে তাদের জন্য জি-কোট্রাইমক্সাজল অতীব সাবধানতার সাথে ব্যবহার করা প্রয়োজন। সেবনের পরিমাণ প্রয়োজনে কমানোর দরকার হতে পারে এবং প্রচুর পরিমাণে জলীয় পদার্থ বা পানি খাওয়া আবশ্যক। অনেকদিনের চিকিৎসার প্রয়োজনে রক্তে বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণ মাঝে মাঝে নিয়মিত পরীক্ষা করানো আবশ্যক।

পুষ্টি :
জীবাণুজনিত সংক্রমণে এ ওষুধ হচ্ছে এন্টিব্যাকটেরিয়াল কেমোথেরাপী। ভিটামিন, টনিক, এনজাইম, বার্লী, গ্লুকোজ এবং বাজারের বিভিন্ন বোতল ও টিনজাত পথ্য, খাদ্য প্রভৃতি এক্ষেত্রে নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়।
স্বাভাবিক অবস্থায় শরীরে যেসব জীবাণু থাকে তা এন্টিব্যাকটেরিয়াল কোমোথেরাপী ব্যবহারের ফলে শরীরে বি-ভিটামিনের সংশ্লেষণ কমে যায় এই যুক্তি সঠিক নয়, তাই আলাদা করে রোগীকে বি-ভিটামিন কমপ্লেক্স দেবার প্রয়োজন হয় না, বরং পুষ্টিকর খাদ্য খেতে দেয়া অধিকতর যুক্তিসংগত। এ ক্ষেত্রে বি-ভিটামিনের উপকারিতা আদৌ আছে বলে কোন প্রতিষ্ঠিত প্রমাণ নেই। সংক্রমণ প্রশমিত হলেও রোগী পুষ্টিকর খাদ্য খেলে দ্রুত স্বাভাবিকতা ফিরে আসে। অতএব, রোগীর আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী মাছ, মাংস, দুধ, আলু, শাকসবজি, ফলমূল প্রভৃতি খেলে রোগী দ্রুত সেরে উঠার শক্তি পাবে। ফলমূল ও শাকসবজির মধ্যে কমলা, জাম্বুরা, কামরাঙ্গা, বড়ই, পেয়ারা, লেবু, পালংশাক, লালশাক, পুঁইশাক, সীম, টমেটো প্রভৃতি উপকারী।

সতর্কতা ও সংরক্ষণ :
জি-কোট্রাইমক্সাজল ওষুধ ব্যবহারের পূর্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন এবং তার নির্দেশ মতো সেবন করুন।
শিশু ও অপ্রাপ্ত বয়স্কদের হাত থেকে ওষুধ দূরে সরিয়ে রাখুন।
ব্যবহারের পর বোতলের ঢাকনি ভালভাবে লাগিয়ে ঠাণ্ডা ও শুকনো এবং আলোবিহীন জায়গায় রাখুন।

প্যাকিং :
জি-কোট্রাইমক্সাজল টেবলেট : ১০x১০ এর স্ট্রীপ
জি-কোট্রাইমক্সাজল সাস্পেনশন : ৫০ মিলি বোতল
: ১০০ মিলি বোতল

দ্রষ্টব্য :
চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ছাড়া বিক্রয় বা ব্যবহার নিষিদ্ধ।

সাবধান :
ইনজেকশন রূপে ব্যবহার করা যাবে না। ওষুধ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

দেশের স্বাস্থ্যের জন্যে

CERTIFIED ISO 9001 2015 COMPANY

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ তালিকা এর অন্তর্ভুক্ত

প্রস্তুতকারক :
গণস্বাস্থ্য ফার্মাসিউটিকেলস্ লিঃ
মির্জানগর ভায়া সাভার ক্যান্টঃ, সাভার, ঢাকা-১৩৪৪, বাংলাদেশ